স্বর্ণকুমারী দেবী ও 'সখি সমিতি'

স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে পাঁচ বছর বড় ছিলেন। ১৮৫৫ (মতান্তরে ১৮৫৬) খ্রিস্টাব্দের ২৮শে আগস্ট তিনি জন্মে ছিলেন। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের পুরোধা ছিল কলকাতার ঠাকুর পরিবার। এখানেই তাঁর চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি বহু অবদান রেখে গিয়েছেন। সভা সমিতিতে তা কম ছিল না। বাস্তবজীবনে সমাজের অবহেলিত বা সম্বলহীন মেয়েদের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বর্ণ কুমারীদেবী চিন্তার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে ছিলেন। সহায় সম্বলহীন, লেখাপড়া না জানা কুমারী মেয়েদের আর বিধবা মেয়েদের সমিতির আবাসনে এনে রেখে লেখাপড়া শেখাত ১৮৯৬ সালে তাঁর উদ্যোগে আর পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সখি সমিতি'। তারপর তাঁদের দিয়েই বিভিন্ন বাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চাকরি দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা হত। এঁদের থাকা খাওয়ার সব দায়িত্ব নিত 'সখি সমিতি'।

এর পাশাপাশি অনাথ শিশুদেরও আশ্রয় আর শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁদের মানুষ করে তোলার কাজও চলছিল তাঁর। কিন্তু এইসবই ছিল ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। প্রথমদিকে সমতির সদস্যাদের আর্থিক অনুদানে খরচ চলত। চাঁদা ছিল মাসিক এক টাকা। ক্রমে কাজের পরিসর বাড়ল, সমিতিতে থাকতে আসা মেয়েদের সংখ্যা বাড়লে অর্থসংকট দেখা দিল। টাকা জোগাড়ের জন্য স্বর্ণকুমারী তখন এক নতুন পরিকল্পনা করলেন। একটা হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন তিনি। সমিতির কাজের জন্য অর্থ রোজগার, সেইসঙ্গে মেয়েদের হাতের কাজকে প্রকাশ্যে এনে সে কাজকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়া ও তাঁদের পরিশ্রমের অর্থমূল্য দেয়া, সেই ছিল প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। বলা যায় এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই আধুনিক যুগের 'শিল্পমেলা'র বীজ রোপিত হয়েছিল।

শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন হল বেথুন কলেজের প্রাঙ্গণে। মেয়েদের ভালো রোজগার হয়েছিল জিনিস বিক্রি করে। ঢাকা ,শান্তিপুরের বিখ্যাত শাড়ি, কৃষ্ণনগর,বীরভূমের হস্তশিল্প, মাটির কাজ নিয়ে শিল্পীরা এসেছিলেন। বাঙলার বাইরে কাশ্মীর, বারাণসী, মোরাদাবাদ, আগ্রা, জয়পুর, বোম্বাই প্রভৃতি নানা জায়গার শিল্পীরা এসেছিলেন তাঁদের শিল্পসম্ভার নিয়ে।

এই প্রদর্শনীর অভাবনীয় সাফল্য এরপর থেকে আর প্রদর্শনী থাকেনি,বাৎসরিক এক শিল্পমেলায় পরিণত হয়েছিল তা। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীরা ও ক্রেতারা সবাই ছিলেন মহিলা। শিল্পকর্মের উৎকর্ষ বিচার করে পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পাঁচটি পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির বাইরের অন্যন্য পরিবারের পাঁচজন মেয়ে। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বাংলার ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে অনেক প্রতিভা, তাঁদের একটু সুযোগ করে দিলে তারা ঠাকুরবাড়িকেও সহজেই ছাপিয়ে যেতে পারে।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে আর একটি অভিনব ব্যাপার হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাগ্নী সরলা দেবীর(স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা)অনুরোধে, প্রদর্শনী উপলক্ষে 'মায়ার খেলা' নাটকটি লিখে দিয়েছিলেন অভিনয়ের জন্য। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল সেই প্রদর্শনীর শেষ দিনে। প্রধানত ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেছিলেন, এছাড়া কলকাতার অন্যান্য পরিবারের মেয়েরাও ছিলেন। দর্শকও ছিলেন মহিলারাই।

যে সময়ে তিনি লিখতে শুরু করেছেন তার আগেই বেথুন সাহেবের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপিত হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁর প্রথম কন্যা সৌদামিনীকে সেখানে পড়তে পাঠিয়েছিলেন।গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মদন মোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যাকে এখানে ভর্তি করার জন্য গ্রামছাড়া হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।তাতেও সেই ব্রাহ্মণ দমেন নি।কিন্তু সে সময়ের কলকাতার প্রভাবশালী গোঁড়া পুরুষসমাজকে আশ্বস্ত করতে,বেথুন সাহেবকেও স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে, 'স্কুলে মেয়েদের শুধুমাত্র মেয়েলি হৃদয়বৃত্তি বিকাশের পাঠই দেওয়া হবে' ।তবেই তিনি স্কুলটি খুলতে পেরেছিলেন।আশ্চর্যের বিষয় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ডিগ্রী নেবার ঘটনাটি স্বীকৃতি পেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়,(১৮৮০খ্রিস্টাব্দে) প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেই মহর্ষি, যিনি নিজের পরিবারের অন্তঃপুরে জ্ঞানের আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন।তিনি লিখলেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা,হৃদয় প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ওই প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত নহে"।

তাঁর বিভিন্ন লেখা ও কর্মকান্ড থেকে বোঝা যায় যে, নিজের চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি নারী পুরুষকে সমান বলে মনে করতেন। বাংলা ১২৯২ সালে. ভারতী পত্রিকায় একটি সংখ্যায় প্রকাশিত "পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব" প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে "নারী পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা থেকে বঞ্চিত,সুযোগ পেয়েও যদি সে সদ্ব্যবহার করতে না পারে, তখনই মেনে নেওয়া হবে যে পুরুষ বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,উন্নত"। নারীর ব্যক্তিসচেতনতা তাঁকে ঘরে বাইরে পুরুষের কর্মসঙ্গিনী করে তুলুক এ আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর লেখার মাধ্যমে,ভারতী পত্রিকায়।(বাংলা ১২৯৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়)। 'মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন কম বলে তাদের বুদ্ধিও কম', এই অভিনব পাশ্চাত্য অভিমতের প্রতিবাদ তিনি জানিয়েছিলেন বালক ও ভারতী পত্রিকায়। শুধু তাই নয়, মতামত জানিয়েছেন স্বদেশী আন্দোলন নিয়েও। 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' নিবন্ধে তাঁর মতামত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন।

মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে অবশ্যই পারে ও সেটা করাও উচিৎ একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। নিজের জীবনেও তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন। লেখার পাশাপাশি ১৮৮৯ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল যখন জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন, সে সময়ের কথা। তিনিই প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে দুজন মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে ও ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনে তিনি ছিলেন অন্যতম বাঙালি মহিলা প্রতিনিধি। আজীবনের মিতভাষী, এই মানুষটির দেহান্ত হয়েছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুলাই।

ঋণ স্বীকারঃ *'স্বর্ণকুমারী দেবী* নিয়ে উমা ভট্টাচার্য (বর্ষা)' একটি লেখা ২০১৬ সালে 'জয়ঢাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধের জন্য সেই লেখাটি থেকে পাঠ্য সূচী অনুয়াই এই অংশটিকে এডিট করে এখানে দেওয়া হল। পুরো প্রবন্ধ পড়তে চাইলে জয়ঢাক ওয়েব পেজের লিংকে গিয়ে দেখতে পার- https://joydhakweb.com

প্রশ্নঃ ১. সখি সমিতি কত সালে কে কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিল ?
২. সখি সমিতির কার্যাবলী আলোচনা কর।